দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 09 MAR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

49

## ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অভ্যন্তরে

গত ১ মার্চ '৮৯ এর সংবাদ-এর চিঠিপত্র বিভাগে 'ঢাকা বোর্ডের কাজকর্ম' শীর্ষক আইনুল কবির আজাদের লেখা চিঠির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করি। আমি সেদিন বোর্ডে গিয়েছিলাম, এক আত্মীয়ের ১৯৮১ সনের সনদপত্র তুলে না যাওয়ার কারণ জানতে। প্রথমে আমাকে পাত্তাই দিতে চায় না, পরে বলে রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোস্ট্যাট দিয়ে দরখাস্ত করতে। দরখাস্ত দেয়ার পর বলা হল তিন দিন পরে যেতে, তিন দিন পর গিয়ে দেখি দরখাস্তই নিখোঁজ। অবশেষে অনেক খোঁজা খুজির পর আমাকে ১ সপ্তাহ পরে যেতে বলা হল। পরের সপ্তাহে জানতে পারলাম সনদ-পত্র লেখা হয়েছে, কিন্তু যাচাই হয় নি। তখন আবার তিন দিন পর যেতে বলা হল। সেদিন গিয়ে তো অবাক। শুনি টেবুলেশন বই-এর উক্ত রোল নং সহ অন্য ৬টি রোল নং সহ পাতা নেই। আমার প্রশ্ন হল পাতা অক্ষত আছে অথচ পাতা নেই। পাতা না থাকার কারণ জানা সম্ভব হল না। আমি জানতে চাইলাম কি করতে পারি এখন? সেদিনও আমাকে ৪ দিন পরে যেতে বলা হল। সমস্যা যখন আমার—নাকে দড়ি আমার, তাদের শুধু টানার পালা। উক্ত সহকারীকে দিয়ে নোট লেখাতে সাত দিন সময় লেগেছে।

এখন পিয়নের পালা, এক টেবিল থেকে ফাইল অন্য টেবিলে নিতে তেল দিতে হয়। পিয়ন বলে "আমার কাজ আছে, আপনার জন্য আমি ব্যস্ত নই, যখন পারি তখন দেব"। পিয়নের সময় হলে অফিসার অনুপস্থিত, অফিসার থাকলে পিয়নের সময় হয় না। এভাবে ফাইল সই করাতে সময় লেগেছে ১৫ দিন। তাও সম্ভব হয়েছে তেলের সাথে অন্য কিছু মিশ্রণের ফলে। পিয়নের কথা সহকারী এমনকি অফিসারের কাছে বললেও তিনি বলেন, 'ফাইল নেয়া ওর ব্যাপার আমার না, ও না নিলে আমার কি করার আছে?' এর অর্থ শুধু তেল নয় অন্য কিছু মিশানোর ইঙ্গিত।

এভাবে তাদের ভুলের জন্য অথবা কর্তব্য অবহেলার জন্য জনগণকে হয়রানি হতে হয় এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করে তোয়াজ করতে হয়। আমার ধারণা এটা কৃত্রিম সমস্যা এবং ভুক্তভোগীদের খেসারত দিতে বাধ্য করার কৌশলমাত্র। তারা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অভিভাবক বলে দাবী করেন আর এর অভ্যন্তরের এ দৃশ্য।

তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার দিকে নজর দিন এবং জনগণকে অযথা হয়রানি থেকে রক্ষা করুন।

মোঃ আক্কাছ আলী মিয়া,
শাহজাহানপুর,
ঢাকা-১২১৭